বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

Since 1972

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

টিসিবি ভবন, ১, কারওয়ান বাজার,
ঢাকা -১২১৫, বাংলাদেশ।

ফোন (পিএবিএক্স) ৮১৮০০৬৯-৭১
ফ্যাক্সঃ ৮১৮০০৫৭, ইমেইলঃ tcb@tcb.gov.bd
Website: www.tcb.gov.bd

সূচি

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	৩
২.	পটভূমি	৪-৭
৩.	পরিচালনা পর্ষদ	৮
৪.	টিসিবি'র অনুমোদিত জনবল অবকাঠামো-২৭৫	৯-১১
৫.	প্রকৌশল শাখা	১২-১৩
৬.	আমদানি শাখা	১৩-১৪
৭.	রপ্তানি শাখা	১৪
৮.	বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষণা	১৪-১৬
৯.	খালাস, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ	১৬
১০.	বিক্রয় ও বিতরণ	১৭
১১.	অর্থ ও হিসাব	১৮
১২.	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ব্যালেন্সশীট	১৮-১৯
১৩.	আয় ব্যয় হিসাব (প্রভিশনাল)	১৯-২০
১৩.	গত ৫ বছরের আর্থিক অবস্থা	২০
১৪.	অডিট আপত্তি	২১

মুখবন্ধ

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ(টিসিবি) জনগণের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। জন্মলগ্ন থেকেই ইহা আপদকালীন সময়ে জনগণকে মূল্যবান সেবা দিয়ে আসছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে টিসিবি প্রচুর পরিমাণ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আমদানি করে। তাছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যও টিসিবি কাঁচামাল আমদানি করে। আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি বর্তমানে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য 'তৈরী পোষাক' রপ্তানির পথিকৃৎ হলো টিসিবি।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সরকারি খাতের ভূমিকা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে টিসিবি'র আমদানি ও রপ্তানি সীমিত হয়ে পড়েছে। তবুও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে টিসিবি'র করণীয় রয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে টিসিবি'র আমদানি কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এতদসত্ত্বেও বর্ণিত অর্থ বছরে টিসিবি দেশের বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এ সাফল্য অর্জন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সংস্থার সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য আমরা আমাদের সকল ক্রেতা, ডিলার এবং ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। টিসিবি'র যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আরিফুল হাসান
পিএসসি
চেয়ারম্যান

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

পটভূমিঃ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশের বিপর্যস্থ অর্থনীতির মধ্যে পর্যাপ্ত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ এবং শিল্পের কাঁচামাল যোগান নিশ্চিতকরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ জানুয়ারী, ১৯৭২ সনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর টিসিবি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি ও রপ্তানির কার্যক্রম পরিচালনা করে। বর্তমানে দেশের তৈরী পোশাক রপ্তানিখাত যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে তার পথিকৃৎ টিসিবি। টিসিবি প্রথম বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক রপ্তানি করে। পরবর্তীতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাবে টিসিবি'র কার্যক্রম সংকুচিত হয়। তবে বর্তমান সরকার টিসিবি'র জনবল এবং গুদাম ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে টিসিবিকে শক্তিশালী করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে টিসিবি'র কার্যক্রম বহগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। টিসিবি বর্তমানে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট বছর ব্যাপী সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে, যা একাধারে যেমন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করছে, অন্য দিকে নাগরিকের জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। এতে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দ্রারিদ্র বিমোচনসহ জীবন মানের উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাজার তথ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Prices and Market Intelligence (DGPMI) ৩১-১২-১৯৮৯ তারিখ থেকে বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার তথ্য মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারী প্রজ্ঞাপন বলে টিসিবি'র উপর অর্পিত হয়। সরকারী নির্দেশের আলোকে টিসিবি উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে এবং প্রতিদিনই টিসিবি'র ওয়েব সাইটে তা' সকলের জন্য নিয়মিত প্রদর্শন করছে। রাষ্ট্রপতির আদেশের আলোকে টিসিবি নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করেঃ

(ক) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত নীতিমালা অনুসারে, বিশ্বের সকল দেশ হইতে বা সকল দেশে মালামাল, পণ্য-সামগ্রী, উপাদান ও পণ্যদ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানির ব্যবসা পরিচালনা করা;
[''(কক) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে অত্যাবশকীয় পণ্যের পর্যাপ্ত আপৎকালীন মজুদ গড়িয়া তোলা ও সংরক্ষণ করা;"]

(খ) তৎকর্তৃক ["স্থানীয়ভাবে ক্রয়"] বা আমদানিকৃত মালামাল, পণ্যদ্রব্য, উপাদান, পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনার সাপেক্ষে, ডিলার, এজেন্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে নিয়োগ করা; এবং

(গ) [দফা (ক), (কক) ও (খ)"] এ উল্লিখিত বিষয়াদির সহিত সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য যে কোন কার্য করা।

এছাড়াও বাজারে পণ্য দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি'র গুরুত্ব অপরিসীম। তাই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বার্থেই টিসিবি'র ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা কার্যকর থাকা একান্ত আবশ্যক। সে গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই টিসিবিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২। টিসিবিকে শক্তিশালীকরণের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপঃ

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে ফসলের উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তনের চরম বাস্তবতার কারণে সারা বিশ্বের ফসলের উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে চিনি ও ভোজ্য তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বর্তমান সরকার জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কে শক্তিশালীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে ইতোমধ্যে আংশিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পুরোপুরি সফলতা অর্জনে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনগত জটিলতা নিরসণকল্পে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব হলে টিসিবি তার দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করতে সক্ষমতা অর্জন করবে। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ

২.১ টিসিবি'র পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগৃহীত পণ্যের মজুদ রাখতে ইতোমধ্যে গুদামের ধারণক্ষমতা অস্থায়ী ও স্থায়ীভাবে বৃদ্ধির কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। পূর্বে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ধারণক্ষমতা ৯,৫৭০ মেঃ টন ছিল। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চট্টগ্রামে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় ৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০,০০০ বর্গফুটের একটি গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের বর্তমান মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০৮০ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, মৌলভীবাজার, বরিশাল এবং ময়মনসিংহে মাসিক ভাড়ায় সর্বমোট ৩,৬৪,১৩৪.৫০ টাকায় সর্বমোট ২৫,২৯৮ মেঃ টন পণ্য ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম ভাড়া করা হয়েছে। বর্তমানে টিসিবি'র মোট পণ্যের মজুদ ক্ষমতা ২৫,২৯৮ মেঃ টন। পণ্যের মজুদ ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটিএমসি, খাদ্য অধিদপ্তর ও পণপূর্ত বিভাগের গুদাম ভাড়া নেয়া হয়েছে। টিসিবি'র লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আরও ৫০(পঞ্চাঁশ) হাজার মেঃ টন পণ্য মজুদের জন্য গুদাম ভাড়া নেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, গুদাম ভাড়া বাবদ

বাৎসরিক আনুমানিক ১.০০ (এক) কোটি টাকা প্রদান করতে হবে। তবে সমপরিমান পণ্যের মজুদ রাখার জন্য টিসিবি'র জায়গায় গুদাম নির্মাণে প্রায় ৫০.০০(পঞ্চাশ) কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক ২৫ কোটি টাকা আলোচ্য খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আরোও ২৫ কোটি টাকার তহবিল পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় মজুদ সক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে।

২.২ আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

টিসিবি'র ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আমদানি ও স্থানীয়ভাবে পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল আনুমানিক প্রায় ১২৩.১৯ (একশত তেইশ কোটি উনিশ লক্ষ) কোটি টাকার। সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে ব্যাংক থেকে ৯% হার সুদে এলটিআর নিয়ে টিসিবি পণ্য সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিসিবি'র আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে টিসিবিকে ন্যূনতম ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা সুদমুক্ত চলতি মূলধন প্রদানের জন্য গত ২১-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ব্যাংক থেকে এলটিআর গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় টিসিবি বিপুল পরিমাণ এলটিআর সুদ প্রদান করছে। তাই টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুনরায় ১,০০০ কোটি টাকার সুদমুক্ত চলতি মূলধন চাওয়া যেতে পারে।

২.৩ টিসিবি'র জনবল বৃদ্ধিঃ

টিসিবিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো জনবল বৃদ্ধি। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর টিসিবি'র জনবল ২২৫ হতে ২৭৫ জনে উন্নীত করে।

২.৪ পণ্য সংগ্রহের আইনগত জটিলতা দূরীকরণঃ

পণ্য সংগ্রহের জন্য টিসিবিকে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে পণ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। যদিও জরুরী পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত পণ্য সংগ্রহের জন্য টিসিবি কর্তৃক বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আমদানি/স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ-২০০৬ এর ৬৮(১) ধারার আওতায় পিপিএ-২০০৬ এর ৩২ ধারায় বর্ণিত যে কোন ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভোজ্য তেল, চিনি, মশুর ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ, গুড়োদুধ, খেজুর ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি/স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহের অনুমোদন ২৬-০৫-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। তবে টেন্ডার সিকিউরিটি, পারফরমেন্স সিকিউরিটিসহ অন্যান্য যেসব বিধি রয়েছে যা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। এছাড়া অন্যান্য কিছু সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী যা মেনে ক্রয় করা কঠিন। তাই পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ হতে টিসিবিকে পুরোপুরি অব্যাহতি দেয়া প্রয়োজন।

২.৫ টিসিবি গঠনের অধ্যাদেশ সংশোধনঃ

রাষ্ট্রপতি আদেশ ৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে টিসিবিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হলেও বর্তমান বাস্তবতায় পণ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি সরকারের পরামর্শে কাজ করছে। তাই প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদান ও বোর্ড অব ডাইরেক্টরসহ কয়েকটি বিষয় সংশোধনের প্রস্তাব করে সংশোধনী আইনের একটি খসড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি অনুমোদনপূর্বক গেজেট প্রকাশ করায় ইতোমধ্যে টিসিবি'র কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

২.৬ ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

২০০৯ সালের প্রথমার্ধে টিসিবি'র ১৮৭ জন ডিলার ছিল। গত বছরগুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যদের সুপারিশক্রমে প্রতিটি উপজেলায় ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে ২/৩ জন করে সারা দেশে ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে টিসিবি'র ডিলার সংখ্যা ২,৯৫০ জন। টিসিবি সরাসরি আমাদানি করতে না পারার কারণে ডিলাররা বাণিজ্যিকভাবে তেমন লাভবান হন না। তাই শুধু আপদকালীন সময়ে পণ্য বিক্রয় না করে সারা বছরই পণ্য বিক্রয় করা প্রয়োজন।

২.৭. টিসিবি'র চ্যালেঞ্জসমূহ

১. চলতি মূলধনের অভাব।
২. সরকারি গ্যারান্টিজনিত বিলম্ব।
৩. কর্পোরেট কর হার (৩৫%)।
৪. ক্রমবর্ধমান পেনশন ও গ্রাচুইটি চাহিদা।

২.৮. সংস্কার পরিকল্পনা

(i) স্বল্পমেয়াদী (১ -৩ বছর) পরিকল্পনাঃ

১. রংপুর, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামে নতুন গুদাম নির্মাণ।
২. তেজগাঁও, ৩৪৪/সি প্লটে টিসিবি টাওয়ার-০১ নির্মাণ।

৩. বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে জমি ক্রয় ।
৪. খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ।
৫. সরকারের নিকট হতে ১,০০০ কোটি টাকা সুদ মুক্ত চলতি মূলধন সংগ্রহ করা।
৬. টিসিবি'র মামলা ও অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা।

(ii) দীর্ঘমেয়াদী (৪-১০ বছর) পরিকল্পনা

১. ২৩০ তেজগাঁও, ঢাকা এর মামলা নিষ্পত্তি এবং টিসিবি টাওয়ার-২ নির্মাণ।
২. চট্টগ্রামে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় টিসিবি টাওয়ার-৩ নির্মাণ।
৩. টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জনবল বৃদ্ধি।
৪. উত্তরায় টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৫. টিসিবি'র মামলা ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।

৩। পণ্য সংগ্রহ পরিকল্পনাঃ

স্থানীয়ভাবে পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন, আমদানি ও টিসিবি'র অতীত অভিজ্ঞতাসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ২০১৯-২০ সালে ৫০০০ মেঃ টন চিনি, ৩,০০০ মেঃ টন ভোজ্য তেল, ২,৫০০ মেঃ টন মশুর ডাল, ২,৫০০ মেঃ টন ছোলা, ১০০ মেঃ টন খেজুর, ২০০ মেঃ টন পেঁয়াজ, ৫০০ মেঃ টন আদা এবং ৫০০ মেঃ টন রসুন সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। সংগৃহীত পণ্যের মধ্যে আপদকালীন ১,০০০ মেঃ টন চিনি, ১,০০০ মেঃ টন মশুর ডাল ও ১,০০০ মেঃ টন ভোজ্য তেল মজুদ রাখা হবে। অন্যান্য পণ্য সারা বছরই বিক্রয় করার পরিকল্পনা থাকলেও শুধুমাত্র রমজান মাসকে বিবেচনায় এনে ছোলা ও খেঁজুর বিক্রয় করা হয়।

৪। ভর্তুকি প্রদানঃ

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক ঘোষিত টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ ও সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য ট্রেড গ্যাপ পূরণের লক্ষ্যে সর্বমোট ৮১,৮৪,৭০,৫০০/- (একাশি কোটি চূড়াশি লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র ভর্তুকি পাওয়া গিয়েছে।

৫। পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতিঃ

আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় স্থানীয় বাজারে পণ্য মূল্য কম থাকার কারণে এবং দ্রুত পণ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে পণ্য ক্রয় করা হয়ে থাকে। বেসরকারি ব্যবসায়ীগণকে পণ্য ক্রয়ের সময়ে তার সরবরাহকারীর বিলের উপর অগ্রিম আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করতে না হলেও টিসিবি'র পণ্য সরবরাহকারীর বিলের উপর ৫% অগ্রিম আয়কর ও ৪% মূসক কর্তন করতে হয়। তবে ৩৮,০০০ (আটত্রিশ হাজার) মেঃ টন চিনি, ৩৮,০০০ (আটত্রিশ হাজার) মেঃ টন পাম অয়েল/সয়াবিন, ১০,০০০ (দশহাজার) মেঃ টন মশুর ডাল, ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) মেঃ টন ছোলা ক্রয়ের জন্য চলতি বছরের জন্য মূসক কর্তনে টিসিবিকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। তাই সরবরাহকারী টিসিবিকে পণ্য সরবরাহের সময় পণ্যের মূল্যের উপর ৫% মূল্য যোগ করে। ফলশ্রুতিতে, পণ্য মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি পড়ে যা শেষ পর্যন্ত ক্রেতার উপর বর্তায় এবং টিসিবি'র কমমূল্যে পণ্য বিক্রয়ের লক্ষ্যকে বাধাগ্রস্থ করে। উল্লেখ্য যে, বিগত রমজানের পূর্বের রমজান মাস উপলক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক পণ্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর কর্তন হতে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমানে টিসিবি'র পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর বিলের উপর অগ্রিম আয়কর কর্তন করা থেকে অব্যাহতি চাওয়া হলেও অদ্যাবধি কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

৬। ডিজিটালাইজেশনঃ

২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে ডিলারদের পণ্য বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য ডাকে চিঠি প্রেরণের পাশাপাশি মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়। সফটওয়্যার এর মাধ্যমে হিসাব সংক্রান্ত বেশীরভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। চিঠিপত্র দ্রুত ও কম খরচে আদান প্রদানের জন্য ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ কার্যক্রম চলছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে প্রধান কার্যালয়ের জন্য আর্চওয়ে গেট নির্মাণ, ওয়াই ফাই সিস্টেম, ফ্রন্ট ডেস্ক, নথি ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

৭ সাম্প্রতিক অর্জন সমূহ

নিকট অতীতে বিশ্বের প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী দেশসমূহে উৎপাদনের স্বল্পতার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পেঁয়াজ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যার প্রভাবে দেশের বাজারে পেঁয়াজের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারের তাৎক্ষণিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে টিসিবি কর্তৃক ক্রমাগত আট মাসেরও বেশি সময় ধরে পেঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বল্প মূল্যে পেঁয়াজ ক্রয় করতে সক্ষম হয় এবং পেঁয়াজের মূল্য সাশ্রয়ী পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়। অপরদিকে, রমজানে ভোক্তাসাধারণের নিকট ছোলা ও খেজুরসহ অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করা হলেও গত রমজানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়-এর নির্দেশনার আলোকে রমজানের চাহিদার ৮-১০% পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা বিগত রমজানের চেয়ে প্রায় ১০-১২ গুণ, ক্ষেত্র বিশেষে ১৫ গুণ পর্যন্ত বেশি। ফলে গত রমজানে দেশের অধিকাংশ উপজেলাসহ সকল জেলায় টিসিবি'র নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি (ডাল, তেল, চিনি, ছোলা, খেজুর এবং পেঁয়াজ) ভোক্তা সাধারণ সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছে।

সরকার কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জনগণের জীবন যাত্রার কার্যক্রম সচল রাখার সুবিধার্থে টিসিবিকে জরুরী সেবা সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জরুরী কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে টিসিবি করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে দেশব্যাপী ট্রাকসেল এবং দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্বল্পমূল্যে আবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে সক্ষম হয় যা দারিদ্র বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জনগণের নিকট পণ্য সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছে। লক ডাউন চলাকালীন সময়ে টিসিবি'র বিক্রয় কার্যকম দেশের খাদ্য সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক রাখতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ০৭(সাত)টি কিস্তিতে প্রায় ৩৭,১০৬টি ট্রাকসেল ও সাধারণ বরাদ্দের মাধ্যমে মোট বিক্রিত পণ্যের উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ জন (ট্রাক প্রতি ৪০০ জন ক্রেতা এবং প্রতি ক্রেতার পরিবারে ৪ জন সদস্য হিসেবে)।

টিসিবি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাদারিপুর, কুমিল্লা, বগুড়া এব ঝিনাইদহে নতুন ৪(চার)টি ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ১ মার্চ ২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে উক্ত ক্যাম্প অফিস সমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাছাড়া, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক টিসিবি'র পণ্য বিক্রি কার্যক্রম উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে টিসিবি'র বিক্রয় কার্যক্রম ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। বর্ধিত কার্যক্রম আরও জোরালোভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সাত শতাধিক নতুন ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে। এতে সক্রিয় ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং টিসিবি'র কার্যক্রম আরও গতিশীল হয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণসহ দেশের অধিক সংখ্যক মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবি'র নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের সুবিধা ভোগ করছে।

বর্তমানে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ধারণ ক্ষমতা ১৪,৩৫৪ মেঃ টন। তাছাড়া টিসিবি'র গুদামে ধারণ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে টিসিবি'র ক্রয় প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার এবং স্বচ্ছতা আনায়নের জন্য ই-জিপি (Electronic Government Procurement) সিস্টেমে দরপত্র আহবান করা হচ্ছে। wi-fi ও ভিডিও কনফারেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন কিস্তির পণ্য বরাদ্দের সংবাদ ডিলারদেরকে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। ই-ফাইলিং (Electronic Filing) এর মাধ্যমে অধিকাংশ নথি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সফট্ওয়ারের মাধ্যমে বাজার দর দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াকরণ করে টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রতিদিন প্রকাশ করা হচ্ছে। টিসিবি ''Online Price Monitoring System'' এ বাজারদর প্রদান করছে।

৮। পরিচালনা পর্ষদ (২০২০-২০২১)

চেয়ারম্যান
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাসান জাহাঙ্গীর, পিএসসি

মোছাঃ কামরুন্নাহার
যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ও
পরিচালক, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ

জনাব জিনাত আরা
যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ও
পরিচালক, টিসিবি পরিচালনা পর্ষদ

জনাব মইনউদ্দিন আহমদ
পরিচালক, টিসিবি
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম-সচিব)

৮.১ সচিব ও প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দঃ

জনাব মোঃ এনামুল হক
সচিব, টিসিবি
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)

জনাব মোঃ শেখাবুর রহমান
প্রধান কর্মকর্তা (বাণিজ্যিক এবং সিএমএস ও এসএন্ডডি)
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)

কাজী গোলাম তৌসিফ
প্রধান কর্মকর্তা (অর্থ ও হিসাব)
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব)

৮.২ টিসিবি'র অনুমোদিত জনবল অবকাঠামো-২৭৫

চেয়ারম্যান-৭

১× চেয়ারম্যন
১ ×পিএস (ডিএসই)
১ ×সাঃ লি-কাম- কঃ অপাঃ
১×সাঃমুঃ-কাম-কঃ অপাঃ
১× গাড়ী চালক
২× এম এল এস এস

প্রশাসন অধিশাখা-৪০
ক্রয়, পরিবহন,নিরাপত্তা ও
৪র্থ শ্রেণি কর্মচারীদের পরিচালনা।

১× উপ-সচিব(এসই)
১×এই
২×কম্পিউটার অপারেটর
১×সাঃমুঃকাম কম্পিঃঅপাঃ
২×নিরাপত্তা পরিদর্শক
১×অঃসহঃকামঃকম্পিঃঅপাঃ
৯×গাড়ী চালক
১×টেলিফোন অপারেটর
১×টেলেক্স/ফ্যাক্স অপাঃ
১×ফটোমেশিন অপারেটর
১×মটর মেকানিক
২×ডাকরাইডার
১×গ্রহণ ও প্রেরণ সহকারী
২× লিফট অপারেটর
২×এমএলএসএস
৬× নিরাপত্তা প্রহরী
১×মালি
২×ক্লিনার
৩×সুইপার

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ-৮৪

পরিচালক শাখা-৪

১×পরিচালক
১×সাঁট লিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
১×গাড়ী চালক
১×এম এল এস এস

সাচিবিক অনুবিভাগ-৬৫
(প্রশাসন ও সংস্থাপন)

১× সচিব ০৩
১ × সাঁট লিপিঃ কাম কঃ অপাঃ
১ × এম এল এস এস

অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ-১৫

১× প্রধান কর্মকর্তা
১ × সাঁট লিপিঃ কাম কঃঅপাঃ
১× এল এলএসএস

সংস্থাপন শাখা-৭
(পর্ষদ ও চাকুরী

১× উপ-সচিব (এস ই)
১ × ডিএসই
১ × এই
১× কম্পিউটার অপারেটর
১ × সাঃমুঃ কাম কঃ অপাঃ
১ × অঃ সহঃ কাম কঃ অপাঃ
১ × এম এল এস এস

প্রকৌশল শাখা-০৭

১× নির্বাহী প্রকৌশলী
১× সহকারী প্রকৌশলী
১× উপ-সহকারী প্রকৌশলী
১ × সাঁট মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃঅপাঃ
১ × ইলেকট্রিশিয়ান
১ × পয়ঃাম্বার
১ × এমএলএসএস

কম্পিউটার শাখা-২

১× প্রোগ্রামার(এই)
১× সাঃমুঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ

আইন শাখা-০৪

১× ডিএস ই
১×এই
১×সাঃমুঃ কাম কঃ অপাঃ

জনসংযোগ ও প্রটোকল শাখা-২

১× এই
১ ×অঃ সহঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ

হিসাব অধিশাখা-১=৭
(বেতন ও ব্যাংকিং- প্রাইসিং- বীমা

১× এসই
১ ×ডিএসই
১×এ ই
১× সাঃমু কাম কঃ অপাঃ
১× ক্যাশিয়ার
১ × অঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস

হিসাব অধিশাখা-২=৫
হিসাব, নিরীক্ষা, ও বাজেট এলসি

১ এস ই
১ ডিএসই
১কম্পিউটার অপারেটর
১সাঃ মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১ অঃসহঃ কাম কঃ অপাঃ

আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকা- ২৬

১× প্রধান কর্মকর্তা- ৩
১× সাটঃ লিপিঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস

১× এস ই-২
১× সাঃ মুঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস

সংস্থাপন ও প্রশাসন-৮

১ ×ডি এস ই
১ ×কম্পিউটার অপারেটর
১ ×অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস
১ ×নিরাপত্তা প্রহরী
১×সুইপার

অর্থ ও হিসাব-২

১ এ ই
১ কম্পিউটার অপাঃ

খালাস, সংরক্ষ ও বিক্রয়-

১× ডিএসই
১×এ ই
১ × নিরাত্তা পরিদর্শক
১× সঃ ও বিঃ সহঃ
১ × জেটি সুপার ভাইজার
৩× নিরাপত্তা প্রহরী

আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রাম-৩৬

১× প্রধান কর্মকর্তা-৩
১ ×সাট লিপিঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস

১× এস, ই-৩
১ ×সাঃ মুদ্রাঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস

১× এস, ই-৩
১ ×সাঃমুঃ কাম কঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস

সংস্থা ও প্রশাঃ শাখা-১০

১× ডিএস ই
১×এ ই
১ ×কম্পিউটার অপাঃ
১× গাড়ী চালক
৩ ×নিরাপত্ত প্রহরী
১× কুক
১ × ক্লিনার
১× সুইপার

অর্থ হিসাব-০৩

১ × এই (হিঃ রঃ কর্মকর্তা)
১ × এ,ই
১ × সাঃমুঃ কাম কঃঅঃ
১ × ক্যাশিয়ার

খালাস, সংরক্ষণ ও বিক্রয় শাখা-১০

১ × ডিএসই
১× এই
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× নিরাপত্তা প্রহরী
১× সঃ ও বিঃ সহঃ
৩× জেটি সুপারভাইজার
১× এমএলএসএস
১× নিরাপত্তা প্রহরী

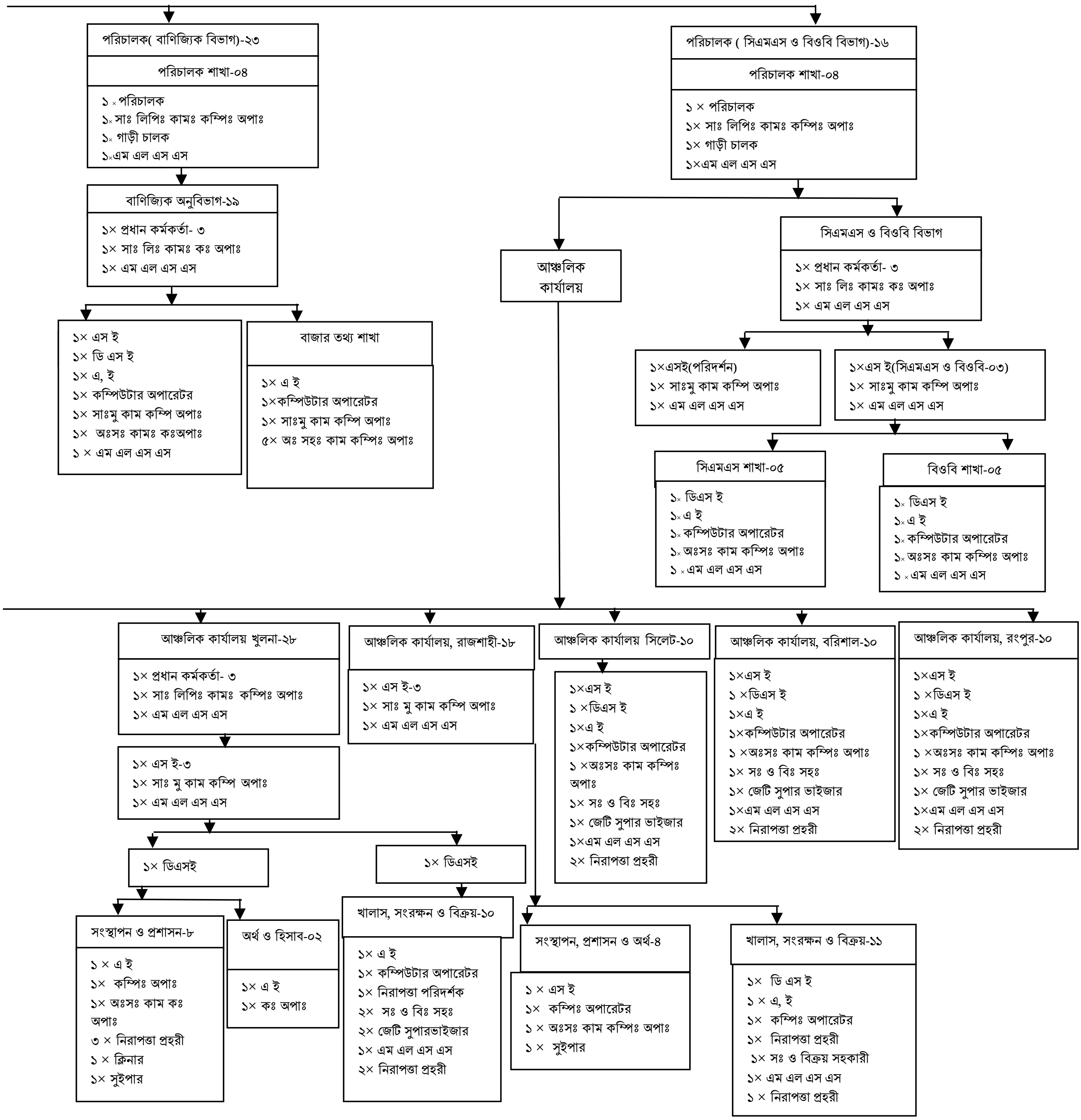
পরিচালক(বাণিজ্যিক বিভাগ)-২৩
পরিচালক শাখা-০৪
১ × পরিচালক
১× সাঃ লিপিঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১× গাড়ী চালক
১×এম এল এস এস
বাণিজ্যিক অনুবিভাগ-১৯
১× প্রধান কর্মকর্তা- ৩
১× সাঃ লিঃ কামঃ কঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস
১× এস ই
১× ডি এস ই
১× এ, ই
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× সাঃমু কাম কম্পি অপাঃ
১× অঃসঃ কামঃ কঃঅপাঃ
১ × এম এল এস এস
বাজার তথ্য শাখা
১× এ ই
১×কম্পিউটার অপারেটর
১× সাঃমু কাম কম্পি অপাঃ
৫× অঃ সহঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
পরিচালক (সিএমএস ও বিওবি বিভাগ)-১৬
পরিচালক শাখা-০৪
১ × পরিচালক
১× সাঃ লিপিঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১× গাড়ী চালক
১×এম এল এস এস
আঞ্চলিক কার্যালয়
সিএমএস ও বিওবি বিভাগ
১× প্রধান কর্মকর্তা- ৩
১× সাঃ লিঃ কামঃ কঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস
১×এসই(পরিদর্শন)
১× সাঃমু কাম কম্পি অপাঃ
১× এম এল এস এস
১×এস ই(সিএমএস ও বিওবি-০৩)
১× সাঃমু কাম কম্পি অপাঃ
১× এম এল এস এস
সিএমএস শাখা-০৫
১× ডিএস ই
১× এ ই
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১ × এম এল এস এস
বিওবি শাখা-০৫
১× ডিএস ই
১× এ ই
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১ × এম এল এস এস
আঞ্চলিক কার্যালয় খুলনা-২৮
১× প্রধান কর্মকর্তা- ৩
১× সাঃ লিপিঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ
১× এম এল এস এস
১× এস ই-৩
১× সাঃ মু কাম কম্পি অপাঃ
১× এম এল এস এস
১× ডিএসই
১× ডিএসই
সংস্থাপন ও প্রশাসন-৮
১ × এ ই
১× কম্পিঃ অপাঃ
১× অঃসঃ কাম কঃ অপাঃ
৩ × নিরাপত্তা প্রহরী
১ × ক্লিনার
১× সুইপার
অর্থ ও হিসাব-০২
১× এ ই
১× কঃ অপাঃ
খালাস, সংরক্ষন ও বিক্রয়-১০
১× এ ই
১× কম্পিউটার অপারেটর
১× নিরাপত্তা পরিদর্শক
২× সঃ ও বিঃ সহঃ
২× জেটি সুপারভাইজার
১× এম এল এস এস
২× নিরাপত্তা প্রহরী
আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী-১৮
১× এস ই-৩
১× সাঃ মু কাম কম্পি অপাঃ
১× এম এল এস এস
সংস্থাপন, প্রশাসন ও অর্থ-৪
১ × এস ই
১× কম্পিঃ অপারেটর
১ × অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১ × সুইপার
খালাস, সংরক্ষন ও বিক্রয়-১১
১× ডি এস ই
১ × এ, ই
১× কম্পিঃ অপারেটর
১× নিরাপত্তা প্রহরী
১× সঃ ও বিক্রয় সহকারী
১× এম এল এস এস
১ × নিরাপত্তা প্রহরী
আঞ্চলিক কার্যালয় সিলেট-১০
১×এস ই
১ ×ডিএস ই
১×এ ই
১×কম্পিউটার অপারেটর
১ ×অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× সঃ ও বিঃ সহঃ
১× জেটি সুপার ভাইজার
১×এম এল এস এস
২× নিরাপত্তা প্রহরী
আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল-১০
১×এস ই
১ ×ডিএস ই
১×এ ই
১×কম্পিউটার অপারেটর
১ ×অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× সঃ ও বিঃ সহঃ
১× জেটি সুপার ভাইজার
১×এম এল এস এস
২× নিরাপত্তা প্রহরী
আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর-১০
১×এস ই
১ ×ডিএস ই
১×এ ই
১×কম্পিউটার অপারেটর
১ ×অঃসঃ কাম কম্পিঃ অপাঃ
১× সঃ ও বিঃ সহঃ
১× জেটি সুপার ভাইজার
১×এম এল এস এস
২× নিরাপত্তা প্রহরী

৮.৩ অনুমোদিত ও কর্মরত স্থায়ী/অস্থায়ী) জনবল (৩০ জুন ২০২১)

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ (জন)	কর্মরত সংখ্যা (জন)	বর্তমানে শূন্য পদ (জন)
প্রথম শ্রেণি	৭০	৬৭	৩
দ্বিতীয় শ্রেণি	০১	০১	-
তৃতীয় শ্রেণি	১০১	৭৮	২৩
চতুর্থ শ্রেণি	১০৩	২০	-
আউট সোর্সিং	-	৮৩	-
মোটঃ	২৭৫	২৪৯	২৬

৮.৪ বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি (৩০ জুন'২০২১):

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	মামলার সংখ্যা			২০১৮-২০১৯ বছরে নিষ্পত্তি	অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
		পূর্বের জের ২০১৮-১৯	নতুন দায়েরকৃত মামলা ২০১৮-২০১৯	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট (আপীল বিভাগ)	২	-	২	-	২	
০২।	মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ)	৩২	-	৩২	-	৩২	
০৩।	বিজ্ঞ জেলা জজ ঢাকা/চট্রগ্রাম/খুলানা	৩২	-	৩২	-	৩২	
০৪।	আরবিট্রেশন প্রসিডিংস	৪	-	৪	-	৪	
		৭০	-	৭০		৭০	

প্রকৌশল বিভাগ

৯। প্রকৌশল শাখাঃ

৯.১ টিসিবির স্থাবর সম্পত্তির ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	স্থাবর সম্পদের নাম/জমির অবস্থান	জমির পরিমাণ	জমি ক্রয়ের তারিখ	জমির ক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
০১	টিসিবি প্রধান কার্যালয় ভবন, ১ নং কাওরান বাজার, ঢাকা।	১.৮৫ বিঘা	২০-০১-১৯৭৭	২৭১.০০	মূল দলিল প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখায় রক্ষিত আছে।
০২	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বন্দরটিলা, সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।	২৫.৬২ বিঘা	০৫-১০-১৯৮৭	৬৯৪.০০	-ঐ-
০৩	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২১-২২ কেডিএ বা/এ, খুলনা।	১.০৩ বিঘা	২৬-০৬-১৯৮০	৬০.০০	মূল দলিল টিসিবি'র খুলনা অফিসে রক্ষিত আছে।
০৪	টিসিবি ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, ৫/এ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	০.১৯ বিঘা	১৪-১২-১৯৮৩	১৭৬.০০	মূল দলিল প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন শাখায় রক্ষিত আছে।
০৫	৩৪৪/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা।	১.০০ বিঘা	২৭-০৬-১৯৮৪	১২০.০০	-ঐ-
০৬	২৩০, তেজগাঁও গুদাম, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।	৩.০০ বিঘা	০১-০৩-১৯৮০	১০৬.০০	-ঐ-
০৭	নিউদাপা গুদাম, ইদ্রাকপুর ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।	১.৮৫ বিঘা	১৭-০১-১৯৮৪	১৬০.০০	-ঐ-
০৮	উত্তরা হাউজিং কমপ্লেক্স, প্লট নং-৮, রোড নং-৮, সেক্টর-৮, উত্তরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।	৮.১৮ বিঘা	০৭-০৩-১৯৮৩	২০৫.০০	-ঐ-
০৯	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর।	২.৮২ বিঘা	৩০-০৪-২০১৩	২৬৫.২১	-ঐ-
১০	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, শেরপুর, মৌলভীবাজার।	৪.৫৫ বিঘা	১৪-০৮-২০১৪	৩৭.৩২	-ঐ-
	মোট জমির পরিমাণ ও টাকাঃ	৫০.১২ বিঘা		২০৯৪.৫৩	

৯.২ টিসিবির ভবন সমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভাড়া আদায়ের বার্ষিক বিবরণীঃ

০১	টিসিবি প্রধান কার্যালয়, ১৫ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।	ভবনের নিচ তলা হতে ১৫ম তলা পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্লোরে ৩০টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। ৩ডটি ফ্লোরে টিসিবি'র নিজস্ব অফিস, হলরুম ও অডিটরিয়াম রয়েছে।	ভাড়া আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০২	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ৪ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, বন্দরটিলা, চট্রগ্রাম।	ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার আংশিক ২টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া। ৪র্থ তলায় টিসিবি'র নিজস্ব অফিস রয়েছে।	ভাড়া আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৩	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন ২১-২২ কেডিএ বা/এ, খুলনা।	ভবনের নিচ তলা ও দ্বিতীয় তলায় আংশিক ৬টি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া। ২য় তলায় টিসিবি'র নিজস্ব অফিস রয়েছে।	ভাড়া আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৪	টিসিবি ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, ৪ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, ৫/এ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।	ভবনের নিচ তলা ০১টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলা খালি রয়েছে।	নিচতলার ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের সাথে মামলা থাকায় প্রতিষ্ঠানটি ভাড়া প্রদানে বিরত রয়েছে।

বাণিজ্যিক বিভাগ

১০। আমদানি শাখাঃ

মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা টিসিবি'র আমদানি কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে। তবে দেশের প্রয়োজনে বিশেষ করে আপদকালীন সময়ে টিসিবি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। অতীতে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির মাধ্যমে সংস্থাটি শুধু বাজার মূল্যই নিয়ন্ত্রণ করেনি বরং প্রয়োজনের সময় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য/জিনিসপত্র ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে ক্রেতাসাধারণের দুর্দশা লাঘব এবং ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করেছে। বর্তমানে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে টিসিবি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সীমিত পরিমাণে আমদানি করছে।

আমদানি কার্যক্রমে টিসিবি পিপিএ/পিপিআর এর বিধানাবলী অনুসরণ করে থাকে। সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যাস্ত ক্ষমতাবলে এবং প্রয়োজনবোধে ক্ষেত্র বিশেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে টিসিবি'র আমদানি সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। দীর্ঘ দিন যাবত টিসিবি একটি আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিশ্বায়নের নতুন পটভূমিতে বাংলাদেশ সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রবর্তন করেছে। সে অনুযায়ী আমদানি নীতি প্রণীত হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে টিসিবি'র কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে। ১৯৯৫ সাল হতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর সরকার কর্তৃক উদার বাণিজ্য নীতি চালুর প্রেক্ষিতে টিসিবি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম হ্রাস পেতে শুরু করে। তবে ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে টিসিবি প্রয়োজনীয় আমদানি কার্যক্রম চালু রেখেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংস্থার আমদানি কার্যক্রম হ্রাস পেলেও দেশের কোন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেই টিসিবি সরকারি নির্দেশে জরুরি আমদানির মাধ্যমে বাজারে তার পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে বাজার মূল্য স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে প্রভাবক (catalyst) হিসাবে কাজ করে এবং জনগণের দুর্দশা লাঘবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

সরকারের বেসরকারীকরণ নীতি এবং বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশব্যাপী গড়ে তোলা নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে সমভাবে বিতরণ নিশ্চিতপূর্বক বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে টিসিবি'র কতিপয় পণ্য যেমন লবণ, চিনি, আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, গর্জন কাঠ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি আমদানি কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

১০.১ বিগত ৫(পাঁচ) বছরে টিসিবি'র আমদানির বিবরণঃ

১.	২০১৬-২০১৭	চিনি	স্থানীয়	২,০০০.০০০	৭.৮০
		মশুর ডাল	আন্তর্জাতিক	২,০০১.০০০	১৫.০৭
		ছোলা		১,৯৩২.০০০	১২.১৫
		ভোজ্য তেল	স্থানীয়	১,৫০০.০০০	১৩.০০
		খেজুর		১৩.০০০	০.১৫
			মোট	৭,৪৪৬.০০০	৪৮.১৭

২.	২০১৭-২০১৮	চিনি	স্থানীয়	২,০০০.০০	১০.০০৩
		সয়াবিন তেল	স্থানীয়	১,৫০০.০০	৯.৯৮৯
		মশুর ডাল	আন্তর্জাতিক	১,৫০০.০০	৮.৪৫১
		ছোলা		১,৯৫৫.০০	১২.১৩৭
		খেজুর	স্থানীয়	১০০.০০	১.১৬৭
			মোট	৭,০৫৫.০০	৪১.৭৪৭
৩.	২০১৮-২০১৯	চিনি	স্থানীয়	২,৫০০.০০০	১২.১১
		সয়াবিন তেল		২,০০০.০০০	৩,৭৪
		খেজুর		১০০.০০০	১.৩২
		মশুর ডাল		১,৫৩৭.০০০	৭.৮২
		ছোলা	আর্ন্তজাতিক	১,৪৪৯.০০০	৯.০৯)
				৭,৫৮৬.০০০	৩৩.৫৭
৪.	২০১৯-২০২০	চিনি	স্থানীয়	২৯৯৯.১৫	১৮১.১৮
		সয়াবিন তেল		৪৪,৯৪০.১৯৫	৪৪৭.৯৭
		মশুর ডাল		৬,২৪৯.৭১৫	৩৭.৭০
		খেজুর		৪৯৯.৯৫৭	৬.৭২
		ছোলা		৫১১০.১১৭	৩৪.০৫
		পেঁয়াজ		১৯,৬৬৬.৮৯৮	১০২.৪৩
		ছোল	আন্তর্জাতিক	২৩৮০.০০	১৪.৭৮
		পেঁয়াজ		২৭৪৭.৯২৯	১২.৩০
			মোট=	৮৪,৫৯৩.৯৬১	৮২৯.৫৯
৫.	২০২০-২০২১				

১১। রপ্তানি শাখাঃ

১৯৭৩-৯২ সময়ে টিসিবি বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারকল্পে বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংগে বেশ কিছু এসটিএ/সিটিএ স্বাক্ষর করে এবং এ প্রক্রিয়ার অধীন রপ্তানির বিপরীতে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে টিসিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে তৈরী পোষাক দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যে পরিণত হয়েছে। টিসিবি'র নিজস্ব কোন রপ্তানিযোগ্য পণ্য না থাকায় পর্যায়ক্রমে সংস্থার রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবুও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সংস্থার রপ্তানির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

টিসিবি রপ্তানি কার্যক্রম মূলতঃ নিম্নলিখিত নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ঃ

(ক) বাংলাদেশে তৈরী জিনিসপত্র ও উৎপাদিত পণ্যের নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করা ও অপ্রচলিত পণ্যের জন্য বাজার অনুসন্ধান;
(খ) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনের মাধ্যমে সঠিক গুণগতমান সম্পন্ন পণ্যের রপ্তানি নিশ্চিত করা;
(গ) নির্ধারিত জাহাজীকরণ সময়সূচী অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১১.১। বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষণা সেলঃ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাজার তথ্য অধিদপ্তর [Directorate General of Prices and Market Intelligence (DGPMI)] বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার তথ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৫(১৫)/৮৯-প্রঃ ৩/৪৪৮ তারিখ ২৪-১২-৮৯ ইং মোতাবেক ১ জানুয়ারি ১৯৯০ হতে টিসিবি'র উপর অর্পণ করা হয়। উক্ত নির্দেশের আলোকে টিসিবি তার দায়িত্ব পালন করে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা মূল্য সংগ্রহ করে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় এবং

প্রতিদিন উক্ত প্রতিবেদন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মনিটরিং কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে টিসিবিতে 'বাজার তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা সেল' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সেলের মাধ্যমে প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য পরিস্থিতির উপর একটি মূল্যতালিকা প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়। টিসিবি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা, উৎপাদন, ঘাটতি, আন্তর্জাতিক মূল্য পরিস্থিতি আমদানির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট করণীয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের স্থানীয় খুচরা ও পাইকারী বাজার সংগ্রহপূর্বক খুচরা বাজার দর টিসিবি'র ওয়েবসাইটের প্রকাশ করা হয় এবং নির্দেশনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার নিকট খুচরা বাজার দর প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, দৈনিক পাইকারী বাজার দর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজার দর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহপূর্বক পর্যালোচনা করে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে সরকারকে অবহিত করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩৪৮ দিন বাজার দর প্রকাশ করা হয়েছে।

১১.২ ঢাকা মহানগরীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়)

বুধবার ৩০ জুন ২০২১খ্রিঃ, ১৬ আষাঢ় ১৪২৭ বাংলা, ১৮ জিলক্বদ ১৪৪২ হিজরী।

পণ্যের নাম	মাপের একক	অদ্যকার মূল্য (টাকায়) ৩০-০৬-২০২১		১ সপ্তাহের পূর্বের মূল্য (টাকায়) ২৩-০৬-২০২১		১ মাস পূর্বের মূল্য (টাকায়) ৩০-০৫-২০২১		মাসিক মূল্যের হ্রাস/ বৃদ্ধি (%)	১ বছর পূর্বের মূল্য (টাকায়) ৩০-০৬-২০২০		বাৎসরিক মূল্যের হ্রাস/ বৃদ্ধি (%)
চাল		পর্যন্ত		পর্যন্ত		পর্যন্ত		+)/(-)	হতে	পর্যন্ত	(+)/(-)
চাল সরু (নাজির/মিনিকেট)	প্রতি কেজি	৫৬	৬৫	৫৮	৬৫	৫৮	৬৫	(-)১.৬৩	৫২	৬২	(+)৬.১৪
চাল মাঝারী (পাইজাম/লতা)	প্রতি কেজি	৫০	৫৬	৫০	৫৮	৫২	৫৬	(-)১.৮৫	৪৫	৫০	(+)১১.৫৮
চাল(মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি)	প্রতি কেজি	৪৪	৪৮	৪৪	৪৮	৪৪	৪৮	(+).০০	৩৮	৪৫	(+১০.৮৪
আটা/ময়দা											
আটা সাদা (খোলা)	প্রতি কেজি	৩০	৩২	৩০	৩২	৩০	৩২	(-).০০	২৬	৩০	(+)১০.৭১
আটা(প্যাকেট)	প্রতি কেজি	৩২	৩৫	৩২	৩৬	৩২	৩৬	(-)১.৪৭	২০	৩৫	(+)৩.০৮
ময়দা (খোলা)	প্রতি কেজি	৩৫	৪০	৩৬	৪৮	৩৫	৪০	(-).০০	৩৪	৪০	(+)১.৩৫
ময়দা (প্যাকেট)	প্রতি কেজি	৪২	৪৫	৪২	৪৫	৪২	৪৬	(+)১.১৪	৪০	৪৫	(+)২.৩৫
ভোজ্য তেল											
সয়াবিন তেল(লুজ)	প্রঃ লিটাঃ	১১৮	১২২	১১৯	১২৩	১২৫	১৩০	(-)৫.৮৮	৮৪	৮৬	(+)৪১.১৮
সয়াবিন তেল(বোতল)	৫ লিটার	৬৭০	৭১০	৬৬০	৭২০	৬৬০	৭৩০	(-).৭২	৪৫০	৫১০	(+)৪৩.৭৫
সয়াবিন তেল(বোতল)	১ লিটার	১৪০	১৫০	১৪০	১৬০	১৪০	১৫০	(+).০০	১০০	৪০৫	(+)৪১.৪৬
পাম অয়েল (লুজ)	প্রঃলিটার	১০০	১০৮	৯৮	১০৮	১১২	১১৫	(-)৮.৩৭	৬৫	৭০	(+)৫৪.০৭
পাম অয়েল (সুপার)	প্রঃলিটার	১১০	১১২	১১০	১১৪	১১৫	১১৯	(-)৫.১৩	৭০	৭৫	(+)৫৩.১০
ডাল											
মশুর ডাল(বড় দানা)	প্রতি কেজি	৭৫	৮০	৭৫	৮০	৭০	৮০	(+)৩.৩৩	৭০	৭৫	(+)৬.৯০
মশুর ডাল(মাঝারী দানা)	প্রতি কেজি	৮০	৯০	৮০	৯০	৮০	৯৫	(-)২.৮৬	৯০	১০০	(-)১০.৫৩
মশুর ডাল(ছোট দানা)	প্রতি কেজি	১০০	১১০	১০০	১১০	১০০	১০০	(+).০০	১১০	১২০	(-)৮.৭০
মুগ ডাল(মানভেদে)	প্রতি কেজি	১০০	১২০	১১০	১৪০	১১০	১৪০	(-)১২.০০	১৩০	১৫০	(-)২১.৪৩
এ্যাংকর ডাল	প্রতি কেজি	৪০	৫০	৪০	৫০	৪০	৫০	(+).০০	৪৫	৫০	(-)৫.২৬
ছোলা (মানভেদে)	প্রতি কেজি	৬০	৭০	৬৫	৭০	৬০	৭০	(+).০০	৬৫	৭০	(-)৩.৭০
আলু (মানভেদে)	প্রতি কেজি	২২	২৫	২০	২৫	২০	২৫	(+)৪.৪৪	২৮	৩০	(-)১৮.৯৭
মসলা											
পিঁয়াজ (দেশী)	প্রতি কেজি	৪৮	৫০	৪৫	৫০	৪৫	৫০	(+)৩.১৬	৩৫	৪০	(+)৩০.৬৭
পিঁয়াজ(আমদানি)	প্রতি কেজি	৪২	৪৫	৪৪	৫০	৪০	৪৫	(+)২.৩৫	২০	৩০	(+)৭৪.০০
রসূন (দেশী)	প্রতি কেজি	৬৫	৮০	৭০	৮০	৬০	৮০	(+)৩.৫৭	৯০	১১০	(+)২৭.৫০
রসূন(আমদানি)	প্রতি কেজি	১২০	১৩৫	১২০	১৩০	১২০	১৩৫	(+).০০	৮০	১০০	(+)৪১.৬৭
শুকনা মরিচ (দেশী)	প্রতি কেজি	১৭০	২২০	১৬০	২০০	১৮০	২৬০	(+)১১.৩৬	২১০	২৮০	(+)২০.৪১
শুকনা মরিচ (আমদানি)	প্রতি কেজি	২৪০	২৮০	২২০	২৬০	২৪০	২৮০	(+).০০	২৬০	৩৩০	(+)১১.৮৬
হলুদ (দেশী)	প্রতি কেজি	১৬০	২৮০	১৪০	২০০	১৪০	২০০	(+)২৯.৪১	১৪০	১৫০	(+)৫১.৭২
হলুদ (আমদানি)	প্রতি কেজি	১৪০	২৮০	১৪০	১৮০	১৪০	১৮০	(+)৩১.২৫	১৮০	২২০	(+)৫.০০
আদা(দেশী)	প্রতি কেজি	১৪০	১৮০	১৪০	১৫০	১০০	১২০	(+)৪৫.৪৫	১০০	১৩০	(+)৩৯.১৩
আদা(আমদানি)	প্রতি কেজি	১২০	২৪০	৮০	১২০	৮০	১৩০	(+)৭১.৪৩	১৪০	১৫০	(+)২৪.১৪
জিরা	প্রতি কেজি	২৯০	৪২০	৩৪০	৪০০	৩২০	৪০০	(+)১.৩৯	৩৫০	৪০০	(+)৫.৩৩
দারুচিনি	প্রতি কেজি	৪০০	৪৫	৩৬০	৪৫০	৪০০	৪৫০	(+).০০	৪০০	৫০০	(+)৫.৫৬
লবঙ্গ	প্রতি কেজি	১০০০	১১০০	৮৯০০	১১০০	৯০০	১০০০	(+)১০.৫৩	৭০০	৮৫০	(+)৩৫.৪৮
এলাচ(ছোট)	প্রতি কেজি	২১৫০	৩৩০০	২৩৫০	৩৩৫০	২৪০০	৩৫০০	(+)৭.৬৩	৩৯৫০	৩৩০০	(+)১২.৮০

ধনে	প্রতি কেজি	১২০	১৪০	১১০	১৪০	১১০	২৩৫	(+)৬.১২	১০০	১৫০	(+)৪.০০
তেজপাতা	প্রতি কেজি	১২০	২০০	১৫০	১৮০	১১৫	১৫০	(+)২০.৭৫	১০০	১৪০	(+)৩৩.৩৩
মাছ ও গোস্ত											
রুই	প্রতি কেজি	২৫০	৩৫০	২৫০	৩৫০	২৫০	৩৫০	(+).০০	২৫০	৩৫০	(+).০০
ইলিশ	প্রতি কেজি	৯০০	১৬০০	৮০০	১৬০০	৭৫০	১৪০০	(+)১৬.২৮	১০০০	১২০০	(+)১৩.৬৪
গরু	প্রতি কেজি	৫৬০	৫৮০	৫৭০	৫৮০	৫৮০	৬০০	(-)৩.৩৯	৫৭০	৬০০	(-)২.৫৬
খাসী	প্রতি কেজি	৭৫০	৯০০	৮০০	৯০০	৮০০	৯০০	(-)২.৯৪	৭০০	৮০০	(+)১০.০০
মুরগী(ব্রয়লার)	প্রতি কেজি	১৩০	১৫০	১৩৫	১৪৫	১২৫	১৩০	(+)৯.৮০	১৫০	১৬০	(-)৯.৬৮
মুরগী(দেশী)	প্রতি কেজি	৪৫০	৫৫০	৪৫০	৫৫০	৪৫০	৫৫০	(+).০০	৫৫০	৬০০	(-)১৩.০৪
গুড়াদুধ (প্যাকেটজাত											
ডানো	১ কেজি	৬৪০	৬৮০	৬৩০	৬৫০	৬৩০	৬৫০	(+)৩.১৩	৬০০	৩৬০	(+)৭.৩২
ডিপ্লোমা(নিউজিল্যান্ড)	১ কেজি	৬৫০	৬৭০	৬৪০	৬৬০	৬৩০	৬৫০	(+)৩.১৩	৬০০	৬২০	(+)৮.২০
ফ্রেশ	১ কেজি	৫৫	৬০০	৫৪০	৫৬০	৫৪০	৫৬০	(+)৪.৫৫	৫৪০	৫৫০	(+)৫.৫০
মার্কস	১ কেজি	৫৫০	৫৯০	৫৪০	৫৭০	৫৪০	৫৮০	(+)১.৭৯	৫৪৫	৫৭০	(+)২.২৪
বিবিধ											
চিনি	প্রতি কেজি	৬৮	৭২	৬৮	৭০	৭০	৭৫	(-)৩.৪৫	৫৮	৬৫	(+)১৩.৮২
খেজুর(সাধারণ মানের)	প্রতি কেজি	১৫০	৩৫০	১৫০	৩৫০	১৫০	৩৫০	(+).০০	২০০	২৫০	(+)১১.১১
লবণ(প্যাঃ) আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে)	প্রতি কেজি	৩০	৩৫	৩০	৩৫	৩০	৩৫	(+).০০	২৫	৩৫	(+)৮.৩৩
ডিম(ফার্ম)	প্রতি হালি	৩৩	৩৫	৩৩	৩৬	৩০	৩২	(+)৯.৬৮	৩৩	৩৫	(+).০০
লেখার কাগজ(সাদা)	প্রতি দিস্তা	২০	২৫	১৮	২৫	১৮	২৫	(+)৪.৬৫	২০	২৫	(+).০০
এমএস রড(৬০ গ্রেড)	প্রতি মেঃটন	৭৩০০০	৭৪০০০	৭৩০০০	৭৪০০০	৬৫০০০	৭১৬০০	(+)৭.৬১	৫৮০০০	৬০০০০	(+)২৪.৫৮
এম এস রড(৪০ গ্রেড)	প্রতি মেঃটন	৬৯০০০	৭০৫০০	৬৯০০০	৭০৫০০	৬৩০০০	৬৮০০০	(+)৬.৪৯	৫৬৫০০	৫৮.৫০০	(+)২১.৩০

* তারকা চিহ্নিতগুলো অতি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য।

যে সকল বাজার হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছেঃ শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার, শ্যাম বাজার, কচুক্ষেত বাজার, মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজমপুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার, রামপুরা বাজার, মিরপুর-১ নং বাজার।

মন্তব্যঃ

(১) পামঅয়েল(লুজ), রশুন (দেশী), পিঁয়াজ (দেশী), আলু, দারুচিনি, হলুদ (দেশী/আমদানি), শুকনা মরিচ দেশি/আমদানি) আদা (দেশি/আমদানি)গুড়াদুধ, লবঙ্গ, চিনি এর মুল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) সয়াবিন তেল(লুজ/১লিটার বোতল), পামঅয়েল (সুপার),আটা (প্যাকেট)ময়দা (খোলা)ছোলা, পেঁয়াজ(আমদানি)রশুন(আমদানি)ডিম, তেজপাতা, এলাচ, জিরা চাল(সরু,মাঝারি) এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে।

(৩) অন্যান্য পণ্যের মূল্য অপরিবর্তীত রয়েছে।

যে সকল পণ্যের মূল্য সম্প্রতি হ্রাস/বৃদ্ধি পেয়েছে।

পণ্যের নাম	মাপের একক	অদ্যকার মূল্য(টাকায়)		এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য		হ্রাস/বৃদ্ধি(%)	
চাল সরু (নাজির/মিটিকেট)	প্রতি কেজি	৫৬	৬৫	৫৮	৬৫	(-)১.৬৩	২৪-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
চাল (মাঝারি)পাইজাম/লতা	প্রতি কেজি	৫০	৫৬	৫০	৫৮	(-)১.৮৫	২৪-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
আটা (প্যাকেট)	প্রতি কেজি (প্যাঃ)	৩২	৩৫	৩২	৩৬	(-)১.৪৭	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
ময়দা (খোল)	প্রতি কেজি	৩৫	৪০	৩৬	৪০	(-)১.৩২	২৯-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
সয়াবিন তেল (লুজ)	প্রতি লিটার	১১৮	১২২	১১৯	১২৩	(-).৮৩	২৮-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
সয়াবিন তেল (বোতল)	প্রতি লিটার	১৪০	১৫০	১৪০	১৬০	(-)৩.৩৩	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
পাম অয়েল (লুজ)	প্রতি লিটার	১০০	১০৮	৯৮	১০৮	(+).৯৭	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
পাম অয়েল (সুপার)	প্রতি লিটার	১১০	১১২	১১০	১১৪	(-).৮৯	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
ছোলা (মানভেদে)	প্রতি কেজি	৬০	৭০	৬৫	৭০	(-)৩.৭০	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
আলু (মানভেদে)	প্রতি কেজি	২২	২৫	২০	২৫	(+)৪.৪৪	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
পেঁয়াজ (দেশী)	প্রতি কেজি	৪৮	৫০	৪৫	৫০	(+)৩.১৬	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
পেঁয়াজ (আমদানি)	প্রতি কেজি	৪২	৪৫	৪৪	৫০	(-)৭.৪৫	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
রসুন (দেশী) পুরাতন/নতুন	প্রতি কেজি	৬৫	৮০	৭০	৮০	(-)৩.৩৩	২৮-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
রসুন (আমদানি)	প্রতি কেজি	১২০	১৩৫	১২০	১৩০	(+)২.০০	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
শুকনা মরিচ (দেশী)	প্রতি কেজি	১৭০	২২০	১৬০	২০০	(+)৮.৩৩	২৭-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
শুকনা মরিচ (আমদানি)	প্রতি কেজি	২৪০	২৮০	২২০	২৬০	(+)৮.৩৩	২৪-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
হলুদ (দেশী)	প্রতি কেজি	১৬০	২৮০	১৪০	২০০	(+)২৯.৪১	২৭-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
হলুদ (আমদানি)	প্রতি কেজি	১৪০	২৮০	১৪০	১৮০	(+)৩১.২৫	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
আদা (দেশী)	প্রতি কেজি	১৪০	১৮০	১৪০	১৫০	(+)১০.৩৪	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
আদা (আমদানি)	প্রতি কেজি	১২০	২৪০	৮০	১২০	(+)৮০.০০	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
জিরা	প্রতি কেজি	২৯০	৪২০	৩৪০	৪০০	(-)৪.০৫	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
দারুচিনি	প্রতি কেজি	৪০০	৪৫০	৩৬০	৪৫০	(+)৪.৯৪	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
লবঙ্গ	প্রতি কেজি	১০০০	১১০০	৯০০	১১০০	(+)৫.০০	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
এলাচ (ছোট)	প্রতি কেজি	২১৫০	৩৩০০	২৩৫০	৩৩৫০	(-)৪.৩৯	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
তেজপাতা	প্রতি কেজি	১২০	২০০	১৫০	১৮০	(-)৩.০৩	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
ডানো	১ কেজি	৬৪০	৬৮০	৬৩০	৬৫০	(+)৩.১৩	২৯-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড)	১ কেজি	৬৫০	৬৭০	৬৪০	৬৬০	(+)১.৫৪	২৭-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
ফ্রেশ	১ কেজি	৫৫০	৬০০	৫৪০	৫৬০	(+)৪.৫৫	২৯-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
মার্কস	১ কেজি	৫৫০	৫৯০	৫৪০	৫৭০	(+)২.৭০	২৮-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে
চিনি	প্রতি কেজি	৬৮	৭২	৬৮	৭০	(+)১.৪৫	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে

ডিম (ফার্ম)	প্রতি হালি	৩৩	৩৫	৩৩	৩৬	(-)১.৪৫	৩০-০৬-২০২১ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে

সিএমএস ও এস এন্ড ডি বিভাগ

১২. খালাস, পরিবহণ ও গুদামজাতকরণ শাখাঃ

জাহাজ বা অন্যান্য মাধ্যমে আমদানিকৃত টিসিবি'র সকল পণ্য বন্দরে পৌঁছামাত্র তা খালাসের জন্য এ শাখার কাজ শুরু হয়। এ সকল কাজের মধ্যে রয়েছে বন্দর হতে পণ্যাদি খালাস করা, দেশের বিভিন্ন গন্তব্য স্থানে তা পরিবহণ, গুদামে সংরক্ষণ এবং নিয়ম অনুযায়ী সরবরাহ করা।

অত্র শাখার কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য পূর্ব হতেই জাহাজে আগত পণ্য খালাসের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রাম/মংলা বন্দরে জাহাজ হতে পণ্যাদি খালাস, পরিবহণ ও গুদামজাত করণের জন্য অত্র সংস্থাকে কতিপয় এজেন্ট/ ঠিকাদার নিয়োগ করতে হয়। যেমনঃ সিএন্ডএফ এজেন্ট, পিএলআই এজেন্ট/ বীমা সার্ভেয়ার, শিপিং এজেন্ট, পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম ব্যতিত সারা দেশব্যাপী) পরিবহণ ঠিকাদার (চট্টগ্রাম হতে সারা দেশব্যাপী) এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ভিত্তিক হ্যান্ডলিং ও পরিবহণ ঠিকাদার।

১২.১ বিক্রয় ও বিতরণ শাখাঃ

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে টিসিবি'র বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে মোট ২৭,৫৬৩.৪৯৯ মেঃ টন চিনি, ৫,৯২৭.৫৭৪ মেঃ টন মশুর ডাল, ৩৯,৪৩৪.৯৮৪ লিটার সয়াবিন তেল ১০০.০০০ মেঃ টন খেঁজুর ও ২,৫৯০.৭৫০ মেঃ টন ছোলা ডিলারদের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয়। টিসিবি'র ডিলার নিয়োগের আবেদন প্রাপ্তির পর আবেদনের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে যাচাইয়ান্তে ডিলার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে টিসিবিতে ডিলার সংখ্যা ২,৮৪৯ জন। মজুদ সাপেক্ষ প্রত্যেক নিয়োজিত ডিলারদের অনুকূলে ৫০০-১,৫০০ কেজি চিনি, ৩০০-১,৫০০ কেজি মশুর ডাল ও ৫০০-১,৫০০ লিটার সয়াবিন তেল, পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ছোলা ৩০০-১,৫০০ কেজি এবং খেজুর ৩০-৫০ কেজি বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়াও পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-আযহা ও দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ডিলারদেরকে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে সারাদেশে সাশ্রয়ী মূল্যে উল্লিখিত পণ্যাদি বিক্রয় করা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত পণ্যসমূহ ডিলারগণ সরকার নির্ধারিত ভোক্তা মূল্যে জনসাধারণের মাঝে বিক্রয় করে থাকেন।

১২.২ নিয়োগকৃত বিভিন্ন এজেন্ট/ ঠিকাদারের ধরণ নিম্নরূপঃ

(ক) সিএন্ড এফ এজেন্ট;
(খ) পিএলআই এজেন্ট/ বীমা সার্ভেয়ার;
(গ) শিপিং এজেন্ট;
(ঘ) পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম ব্যতিত সারা দেশব্যাপী);
(ঙ) পরিবহন ঠিকাদার (চট্টগ্রাম হতে সারা দেশব্যাপী); এবং
(চ) আঞ্চলিক কার্যালয় ভিত্তিক হ্যান্ডলিং ও পরিবহণ ঠিকাদার।

১২.৩ ৩০ জুন'২০১৮ তারিখে গুদামে মজুদকৃত মালামালের বিবরণ (মেঃ টন):

(ক)	চিনি	৩,২৯৩.৬৮১ মেঃ টন
(খ)	সয়াবিন তেল	৯৯,৬৯,৯৭০ লিটার
(গ)	মশুর ডাল	১,১৯৪.০২০ মেঃ টন
(ঘ)	পেয়াজ	২.৮২৯ মেঃ টন
(ঙ)	ছোলা	-
(চ)	খেজুর	-

১২.৪ গুদাম সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের আয়তন ৭৫,৪০০ বর্গফুট ও ধারণ ক্ষমতা ১৫,০৮০ মেঃটন এবং ভাড়াকৃত ভাড়াকৃত গুদামের আয়তন ৫১.০৯০ বর্গফুট, ধারণ ক্ষমতা ১০,২১৮ মেঃ টন সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ২৫,২৯৮ মেঃটন এবং ভাড়াকৃত গুদামের মাসিক ভাড়া ৩,৬৪,১৩৪.৫০ টাকা।

১২.৫ আঞ্চলিক কার্যালয় ও ক্যাম্প অফিসসমূহের বিবরণ

	আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ
১.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা
২.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৩.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।
৪.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, মৌলভীবাজার (সিলেট)
৫.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল
৬.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর
৭.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী
৮.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ
৯.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, মাদারিপুর
১০.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, কুমিল্লা
১১.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস, বগুড়া
১২.	টিসিবি ক্যাম্প অফিস,ঝিনাইদহ

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

১৩. দেশের আমদানি ও রপ্তানি নীতির আলোকে সরকারি নির্দেশে টিসিবি আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ১৯৭২-৭৩ইং সাল হতে ২০১৯-২০২০ সাল পর্যন্ত টিসিবি'র দীর্ঘ সময়ের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, টিসিবি বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণে ক্রয় মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে অর্থাৎ ভতুকি মূল্যে জনসাধারণের নিকট অত্যাবশ্যকীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে টিসিবি কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ প্রায় ১৯৯.৫৫ কোটি টাকা এবং লভ্যাংশ হিসেবে ১২.১৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক ঘোষিত টিসিবিকে শক্তিশালীকরণ ও সহায়তা প্রদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য ট্রেড গ্যাপ পূরণের লক্ষ্যে সর্বমোট ৮১,৮৪,৭০,৫০০/- (একাশি কোটি চুড়াশি লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র ভর্তুকি পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে ২০১৯-২০ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক টিসিবিকে সর্বমোট ৪৮৯,৪৪,৪৪,২৫৩.৮৪ (চারশত উনানব্বেই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত তিপ্পান্ন দশমিক আট চার) টাকা মাত্র ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।

১৩.১ ব্যালেন্স সীট (৩০ জুন,২০২০)

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB)
TCB Bhaban, Kawran Bazar, Dhaka.
Balance Sheet
As on June 30 2020

PARTICULARS	Current Year 2019-2020	Last year 2018-2019
EMPLOYMENT OF FINANCE		
Fixed Assets (at cost)	747,506,881	726,107,892
Less: Accumulated Depreciation	(440,215,555)	(411,988,484
	307,291,325	**314,119,408**
Add: Capital Work in Progress	**307,291,325**	**314,119,408**
B. Current Assets		
Loan and advances to employees	1,570,482	**3,088,236**
Temporary advance	1,656,822	684,889
Claims Receivable	30,600,181	30,600,181
Accounts Receivable	96,417,297	96,560,817
Stock in Trade	940,107,590	93,116,111
Deposits and Advances	729,850	751,850
Advance Income Tax	163,673,564	133,639.279
Advance Rent	3,934,490	619,490
Depreciation Fund	391,092,541	-
Loan Fund	168,552,971	-
Pension & Gratuity Fund	417,552,169	-
Employee Benevolent fund	21,653,161	-
Cash and Bank Balances	1,198,783,678	13,156,048
	-	1,963,327,989
	3,436,324,696	**2,335,544,891**
C. Less:Current Liabilities		
Deposits and advances payable	240,251,663	208,117,113
Accounts Payable	58,128,881	8,300,868
Staff Provident Fund	1,704	1,704
L. T. R. with Bank	3,074,913,947	202,779,565

Net Current Assets (B-C)		**3,373,296,195**	**419,199,250**
		63,028,501	1,916,345,641
Net Assets (A+D)		**370,319,825**	**2,230,465,050**
SOURCE OF FINANCE			
Capital and Reserves:			
Authorised Capital		**10,00,00,00,000**	**1,00,00,00,000**
Capital Fund		50,000,000	50,000,000
Specific Reserve		275,573,467	275,573,467
			154,904,981
General Reserve		154,904,981	1,651,654,075
Profit & Loss Account		(208,491,150)	2,132,132,523
Total Equity		**271,987,298**	98,332,527
Accounts with Government		**370,319,825**	**2,230,465,050**
Total Capital Reservers			

১৩.২ লাভ ক্ষতি হিসাব (৩০ জুন,২০২০)

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH (TCB)

TCB Bhaban, Kawran Bazaar ,Dhaka.

Trading, Profit and Loss Accounts
For the year ended 30th June, 2020

PARTICULARS		**AMOUNT 2019-2020**	**AMOUNT 2018-2019**
Turnover			
Sale of imported merchandise		**5,626,096,358**	518,316,576
Less: Cost of purchase goods		7,715,269,791	636,611,717
A. Gross Loss on import sales(Note-G)		**(2,089,173,433)**	**(188,295,141)**
B. Add. Profit on export			
C. Gross Operational Profit (A+B)		-2,08,91,73,433	(118,2965,141)
D. Less Management Expenses			
Employee Cost		180,751,926	98,646,602
Administrative Expenses		62,529,390	132,453,843
Operational Expenses		21,079,780	6,562688
		264,361,096	237,663,133
E. Net Operational Profit/Loss(C-D)		**(2353,534529)**	**(355,958,274)**
F. Add: Other income and gains		348,807,226	321,508,558
G. Loss befor taxation(E+F)		**(2,004,727,303)**	**(34,449,716)**
H. Less: provision for Taxation			
I. Loss after Taxation(G+H)		**(2,004,727,303)**	**(34,449,716)**
J. Add Subsidy		144,575,800	111,511,166
K. Balance brought forward from previous year		1,651,654,075	1,574,539,114
L. Adjustment of previous year Income Tax.		-	-
	Total(K+L)	1,796,229,875	**1,686,050,280**
M. Adjustment of Income tax provided for previous year			
		1,796,229,875	**1,686,050,280**
N. Adjustment for prior year A/C		6,278	53,510
O. Sub-Total		1,796,236,153	1,686,103,790
P. Total(I+O)		(208,491,150)	1,651,654,075

Q. Less: Contribution to National Exchequer	-	-
R. Total (P&Q)	(208,491,150)	1,651,654,075
S. Balance Carried Forward to Balance Sheet	(208,491,150)	1,651,654,075

The accompanying notes form an integral part of this Statement of Comprehensive Income.
As per our annexed report of even date.

১৩.৪ বিগত ৫(পাঁচ বছরের আর্থিক অবস্থাঃ

TRADUBG CORPORATION OF BANGLADESH
PRINCIPAL OFFICE
DHAKA
LAST FIVE YEARS FINANCIAL POSITIO

Figure in Lakh Taka

	Description	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
(a)	Sale of Import Merchandise	5801.83	5021.82	2586.16	5183.17	56,260.96
(b)	Add. Export Commission	0	0	0	0	0
(c)	Income sales & Export Commission(a+b)	5801.83	5021.82	2586.16	5183.17	56,260.96
(d)	Cost of Goods Purchase	7408.73	5624.54	3873.20	6366.12	77152.69
(e)	Gross Profit(c-d)	-1606.90	-602.72	-1287.04	-1182.95	20891.73
(f)	Management Expenses	1709.83	1912.28	2480.21	2376.63	2813.04
(g)	Operating Profit(e-f)	-3316.73	-2515.00	-3767.25	-3559.58	23704.77
(h)	Add. Other Income & Gain	1959.38	2016.12	2965.25	3220.06	3653.71
(I)	Pre-tax profit/loss (g+h)	-1357.35	-498.88	-802.00	-339.51	20051.06
(j)	Less: Tax on profit	0	0	0	0	0
(k)	Profit after tax(i-j)	1357.35	-498.88	-802.00	-339.51	20051.06
(L)	Add./Less: Previous year profit / loss	14360.98	16443.55	16547.82	16860.50	17962.29
(m)	Add./Less: Previous years adjustment	31.34	4.04	-0.43	-0.01	.06
(n)	Profit after adjustment (k+l+m)	13034.97	15948.71	15745.39	16520.98	2006.71
(o)	Less: Contribution to national exchequer	0	0	0	0	0
(p)	Unadjusted profit / loss	13034.97	15948.71	15745.39	16520.98	2088.71
	Conclusion :Total income (a+b+h)	7761.21	7037.94	5551.41	8403.23	59914.67
	Total Expenditure (d+f)	9118.56	7536.82	6353.41	8742.75	79965.73
	Profit/loss after taxation	-1357.35	-498.88	-802.00	-339.51	20051.06

১৩.৫ অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির তথ্য: (২০১৯-২০২০ অর্থ বছর)

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কাওরান বাজার ঢাকা।	৪২৬টি	২২৪৭৯.৭২	৩১টি	১০টি	২৬.৭৯	৪১৬টি	২২৪৫২.৭২
সর্বমোট =	৪১৬টি	২২৪৭৯.৭২	৩১টি	১০টি	২৬.৭৯	৪১৬টি	২২৪৫২.৭২

মন্তব্যঃ বর্তমানে ৪১৬টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন আছে। এতে জড়িত টাকা ২২৪৫২.৭২ (কোটি টাকায়)।